|  |
| --- |
| **সুরক্ষা সেবা বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সকল কাজে মানসম্মত পরিষেবা নিশ্চিত করা গেলে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো−রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সকল কাজে মানসম্মত পরিষেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মাদক নির্মূল, কারাবন্দিদের পুনর্বাসন, দেশে ও প্রবাসে পাসপোর্ট সেবা প্রদান, ভিসা ইস্যুকরণ এবং অগ্নি নির্বাপণ ও দুর্যোগকালীন উদ্ধার অভিযান নিশ্চিত করা। সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে আসছে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের চেতনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা চিহ্নিতকরণের মূল ভিত্তি সংবিধান, যা রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সমান অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান এবং তাদের জন্য নানামুখী সমর্থন ও সেবার মান উন্নীত করা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ‘একটি দেশ যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে সেখানে নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সমান অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ ও স্বীকৃতি পাবে’। নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে আন্তর্জাতিক সনদ ‘সিডো’-তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (১৭টি) ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যে সরকার অগ্রাধিকারমূলক ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এসডিজি’র ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে লক্ষ্য ৩-এর ৩.৫.১ এবং লক্ষ্য ১৬-এর ১৬.৩.২ সুরক্ষা সেবা বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত, যা নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ২০৫ | ১৫৭ | ৪৮ | 23.৪ |
| কারা অধিদপ্তর | ১০,৪৬০ | ৯,৭৮২ | ৬৭৮ | 6.5 |
| মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর | ১,৭৬০ | ১,৫৭০ | ১৯০ | 10.8 |
| ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর | ৯০১ | ৭৭১ | ১৩০ | 14.4 |
| ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর | ১২,৬৮৩ | ১২,৫৮০ | ১০৩ | 0.8 |
| **মোট :** | **২৬,০০৯** | **২৪,৮৬০** | **১,১৪৯** | **4.4** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

* কারাগারে কর্মরত মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৪০টি কারাগারে মোট ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। কারাগারে আটক মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য বর্তমানে ১০টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চলমান আছে; এবং
* বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা উইং এ নারী কর্মচারীদের পদায়ন করা হয়েছে। ফলে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| রেশন ও ঝুঁকি ভাতা প্রদান | পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরে কর্মরত নারী সদস্যগণকে ১০০ ভাগ রেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং এ সকল বাহিনীতে কর্মরত নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মতো ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। |
| মহিলা কারাগার নির্মাণ এবং মহিলা বন্দিদের প্রশিক্ষণ | ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জের ক্যাম্পাসে ৩০০ জন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মহিলা কারাগার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে যা ২৭/১২/২০২০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছে। গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে মহিলা বন্দিদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজে পুনর্বাসন/স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নকশিকাঁথা সেলাই, টেইলারিং, এমব্রয়ডারি, বিউটিফিকেশন কোর্স এবং পাটজাতদ্রব্য দ্বারা ব্যাগ তৈরি, শোপিস, বুটিক-বাটিকের কাজ ও মাশরুম উৎপাদন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

সুরক্ষা সেবা বিভাগ তার চারটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করছে। পুরুষ কর্মচারীদের পাশাপাশি জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কর্মচারীগণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তর করা হয়েছে। অগ্নি নির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবিলায় পুরুষদের পাশাপাশি ২০১৮ সাল থেকে স্টেশন অফিসার/স্টাফ অফিসার পদে নারী অফিসার নিয়োগ শুরু হয়েছে। তাছাড়া পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা ফায়ারফাইটার নিয়োগ ও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফায়ারম্যান পদনাম পরিবর্তন করে ফায়ার ফাইটার রাখা হয়েছে। ই-পাসপোর্ট চালু করা হয়েছে। অন্যান্য বাহিনীর ন্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীদের পোশাক প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমানভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচনি ইশতেহার, পঞ্চবাষির্কী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এবং বিভাগের মূল ম্যান্ডেটের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্প/কার্যক্রম, এডিপি ও রাজস্ব তালিকা হতে বাদ পড়ে যায়।
* নারী উন্নয়নের জন্য মূল বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অভাব; এবং
* নিয়মিত সভা এবং রিপোর্টের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নের কার্যাবলিসমূহের বাস্তবায়ন/ তদারকির অভাব।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* কারাবন্দিদের আদালতে আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক প্রিজন ভ্যানের অথবা প্রিজন ভ্যানে পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা;
* কারাগারে মহিলা কয়েদিদের যোগ্যতা অনুযায়ী আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে একজন মহিলা কয়েদি সাজা ভোগ শেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;
* নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল দপ্তরের সকল ফ্লোরে মহিলাদের জন্য পৃথক মানসম্মত ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা; এবং
* সকল অধিদপ্তরে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।